দৈনিক জনকণ্ঠ

15

তারিখ 29 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

শহরের কলেজে সরকারী সাহায্য কমিয়ে গ্রামে বাড়ানোর প্রস্তাব

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

শহর এলাকার কলেজগুলোতে সরকারী অর্থ সাহায্য কমানোর প্রস্তাব এসেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প থেকে। একই সঙ্গে পরামর্শ দেয়া হয়েছে সরকারী কলেজের বেতন বৃদ্ধির, মেট্রোপলিটন শহরের, সরকারী কলেজগুলোকে বেসরকারীকরণের এবং এসবের বিপরীতে গ্রামের কলেজগুলোতে সরকারী সাহায্য বৃদ্ধির।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পের পক্ষ থেকে এসেছে এ প্রস্তাবগুলো। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)র অর্থায়নে এবং ইউএনডিপি'র কারিগরি সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে এ প্রকল্পটি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আগামী শতাব্দীর উপযোগী করে গড়ে তোলার রূপরেখা প্রণয়নই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে বেশ কয়েকটি সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন পেশার প্রায় এক হাজার লোক অংশ নিয়েছেন এসব অনুষ্ঠানে। তাঁদের মতামতের ওপর ভিত্তি করেই শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় পর্যায়ের একটি সেমিনার। এ সেমিনারেই উত্থাপিত হয়েছে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ। জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর ১৭০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন এ জাতীয় সেমিনারে। শনিবার সকালে সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন শিক্ষাসচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমদ, অতিরিক্ত সচিব অধ্যাপিকা তাহমিনা হোসেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, প্রকল্পের দলনেতা ব্যারি টেইলর, প্রকল্পের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর অধ্যাপক সালেহ মতিন প্রমুখ।

সেমিনারে পেশকৃত মূল প্রবন্ধে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় সরকারী অর্থ সাহায্য হ্রাসের কথা বলা হয়। সেখানে বিভিন্ন হিসাব নিকাশের ওপর ভিত্তি করে বলা হয়— বর্তমান ধারায় চলতে থাকলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সরকারের রাজস্ব ব্যয় দশ বছরের মাথায় তিন গুণ বেড়ে যাবে। বাড়তি সে ব্যয় সরকারের পক্ষে বহন করা কষ্টকর হবে। সে কারণেই সরকারী ব্যয় বরাদ্দ হতে হবে একেবারে সুনির্দিষ্ট অপরিহার্যতার বিবেচনায়। নিবন্ধে প্রস্তাব করা হয় নগরভিত্তিক যে সমস্ত কলেজ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশ সচ্ছল তা থেকে সরকারী অর্থ সাহায্য প্রত্যাহারের। সেই সঙ্গে সরকারী কলেজগুলোতে এতো কম বেতন ভাতারও কোন যৌক্তিকতা নেই। যেখানে পাশাপাশি একইমানের বেসরকারী কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে কয়েক গুণ বেতন দিয়ে। সরকারী কলেজের বেতন আড়াই গুণ পর্যন্ত বাড়ান যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়। প্রকল্পের প্রস্তাবে বলা হয়— মেট্রোপলিটন শহর এলাকায় সরকারী কলেজ থাকার কোন দরকার নেই। পর্যায়ক্রমে এ কলেজগুলোকে বেসরকারী করতে হবে। এসবের বিপরীতে গ্রামের অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল কলেজগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। সেখানকার বেসরকারী কলেজগুলোতে অর্থ সাহায্য বাড়াতে হবে, প্রয়োজনে সরকারী করতে হবে। সে সব কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ।

সরবরাহের উপরও গুরুত্ব দেয়া হয় প্রকল্প প্রস্তাবে।

OF SHEETS